গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী **নম্বর-২৫২**

সংবাদ সম্মেলনে মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান

'দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে'

রাজশাহী, ২৬ বৈশাখ (০৯ মে) :

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেছেন, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় ফ্লাইওভার নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছে। এ সময় তিনি বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিভ্রান্ত না হয়ে চলমান উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে নগরবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (০৯ মে) বেলা ১২টায় নগর ভবনের সিটি হল সভাকক্ষে নগরীর চলমান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাসিক মেয়র।

নগরীর বিভিন্ন রেল ক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মেয়র বলেন, রাজশাহী সিটির আয়তন তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। আরডিএ এর মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী সিটি এলাকা উত্তর দিকে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উত্তর-দক্ষিণে চলাচল বাড়বে। দুর্ঘটনারোধ ও নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত এবং ভবিষ্যতে উদ্ভূত যানজট নিরসনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আগামী ৫০-১০০ বছরের বাস্তবতায় রাজশাহী মহানগরীতে রেলক্রসিং-এ ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হচ্ছে। এ মুহূর্তে ফ্লাইওভার তৈরি করা না হলে ভবিষ্যতে তা করা কঠিন হবে, নির্মাণ ব্যয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এসময় 'স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ভবিষ্যতে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে রেলক্রসিং এলাকায় আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ করবে' মর্মে ২০২২ সালের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে মেয়র বলেন, ফ্লাইওভারসহ নগরীতে যখন নাগরিকগণের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলমান রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারিত হচ্ছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের বৃক্ষরোপণে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ও জাতীয় পরিবেশ পদক লাভসহ ধূলিকণা হ্রাসে রাজশাহীর বিশ্বের সেরা শহর নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক চারলেন থেকে ছয়লেনে উন্নীত করা হয়েছে। প্রশস্ত সড়ক নেটওয়ার্ক, দৃষ্টিনন্দন ফুটপাত ও আলোকায়নে নগরীর নান্দনিকতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা প্রশস্ত করতে গিয়ে সড়কে যে গাছ কাটা পড়েছে, প্রতিটি গাছের পরিবর্তে ১০টির অধিক গাছ রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে সিটি কর্পোরেশনের ।

রাসিক মেয়র বলেন, জনগণের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব অর্থায়নে মুসরইল মৌজায় ১৫ বিঘা ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জনস্বার্থে কবরস্থান ও ঈদগাহ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। কবরস্থান ও ঈদগাহ নির্মাণের প্রস্তাব ১০/০৪/২০২২ তারিখে সিটি কর্পোরেশনের ১১তম সাধারণ সভায় অনুমোদিত

টেলিফোন : সংবাদকক্ষ : ঢাকা - ৯৫১২২৪৬, ৯৫১৪৯৮৮; চট্টগ্রাম - ০৩১-২৫২১৩৬১; খুলনা - ০৪১-৭২০৭৪৯; রাজশাহী -০৭২১-৭৭২৩৩৯
ফ্যাক্স : ঢাকা-৯৫৪০৯৪২, ৯৫৪০০২৬, ৯৫৪০৫৫৩; চট্টগ্রাম - ৭১০১০২; খুলনা - ৭২০৮৫৩; রাজশাহী - ৭৭২৩৩৯
ই-মেইল : piddhaka@gmail.com, piddhaka@yahoo.com; ওয়েবসাইট : www.pressinform.gov.bd

হয়। আইন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরু করে রাজশাহী জেলা প্রশাসন। কবরস্থান ও ঈদগাহ নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের বিষয়ে যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচার চালানো হচ্ছে, তা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

সিটি মেয়র বলেন, প্রায় ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠীর রাজশাহী মহানগরী দেশে ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সবুজ, পরিচ্ছন্ন, পরিবেশসম্মত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে। বিগত ৫ বছরে নগরীর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রধান প্রধান সড়ক চার থেকে ছয় লেনে উন্নীত করা হয়েছে। যার সুফল পাচ্ছেন নগরবাসী। নগরীর সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

নগরীর উন্নয়নের কার্যক্রম তুলে ধরে রাসিক মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন জানান, ২৯৩১ কোটি ৬১ লাখ টাকা ব্যয়ে 'রাজশাহী মহানগরীর সমন্বিত নগর অবকাঠামোর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। সর্বমোট ২২৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৮৩টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি প্রায় ৬০ শতাংশের অধিক। এসময় তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে দৃষ্টিনন্দন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ, কার্পেটিং সড়ক, সিমেন্ট-কংক্রিট সড়ক, নর্দমা, ফুটপাথ, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, জলাশয়ের উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, ঈদগাহ, গোরস্থান, শ্মশান ঘাটের উন্নয়ন কাজসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের তথ্য তুলে ধরেন।

রাসিক মেয়র সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহীর উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, একান্ত নাগরিক স্বার্থে ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অংশীজনদের মতামত গুরুত্ব দিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে অধিকতর প্রাধান্য দেয় রাসিক।

তিনি পরিকল্পিত নগরায়ন, রাস্তা, ড্রেনসহ অবকাঠামো উন্নয়ন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নৌপথে বাণিজ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি, আধুনিক, উন্নত ও স্মার্ট রাজশাহী বিনির্মাণে নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। ইতিবাচক কার্যক্রম লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরে নগরীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও সুনাম বৃদ্ধি করতে গণমাধ্যম কর্মীদের সহযোগিতাও প্রত্যাশা করেন রাসিক মেয়র।

সংবাদ সম্মেলন মঞ্চে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ জিয়াউল হক, প্যানেল মেয়রবৃন্দ, ওয়ার্ড কাউন্সিলরবৃন্দ, সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. এবিএম শরীফ উদ্দিনসহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

.....
তৌহিদ/আতিক/হালিম/২০২৪/১৭.০০ঘ.